বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

চট্টগ্রাম।

ষষ্ঠ অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণ।

মিন্টো প্রেস,
চট্টগ্রাম।

১৩১৯

চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলন।

ষষ্ঠ অধিবেশন

সূচনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে চট্টগ্রাম আসিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে চট্টগ্রামে সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। আবার তাঁহারই চেষ্টায় চট্টগ্রামে সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সময় চুঁচুড়া হইতে তিনিই চট্টগ্রামে সাহিত্য সম্মিলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে চট্টগ্রাম সহরে সাহিত্য সম্মিলন আহুত হইয়াছিল। জন সাধারণ সম্মিলিত হইয়া এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিমন্ত্রণ না করিলেও ইহা দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং সাহিত্য চর্চ্চায় উৎসাহ দান করা হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি চট্টগ্রাম-বাসিগণের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

অভ্যর্থনা সমিতি।

চট্টগ্রামে সাহিত্য সম্মিলনের প্রস্তাব প্রথমে দেশবাসী জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম-বাসিগণ যখন এই কথা অবগত হইলেন তখনই ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমে কোন কোন স্থান হইতে কিছু কিছু আপত্তিও হইয়াছিল। কারণ কয়েক মাস পূর্ব্বে বহু অর্থ ব্যয়ে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মিলন হইয়াছিল। আবার এক সম্মিলনের ব্যাপার সুসম্পন্ন করা দরিদ্র দেশের পক্ষে কঠিন

হইবে বলিয়াই অনেকে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রামের শিক্ষিত সমাজ সাহিত্য সম্মিলন সুসম্পন্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৯১৩ ইংরেজির ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম পাব্লিক লাইব্রেরী গৃহে জনসাধারণের এক সভা আহূত হয় এবং তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়া তদুপরি সম্মিলনের কার্য্যভার অর্পণ করা হয়। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন মহাশয়কে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং অবসর প্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুরকে সম্পাদক মনোনীত করা হইয়াছিল। কিন্তু অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণে ইঁহারা উভয়েই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তদনন্তর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার রায় মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্পাদক মনোনীত হইলেন। সমিতির অন্যান্য সভ্যগণ স্ব স্ব ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

সময় এবং স্থান নিরূপণ।

সম্মিলন পরিচালন সমিতির পরামর্শানুসারে অভ্যর্থনা সমিতি ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৯ই এবং ১০ই চৈত্র শনিবার এবং রবিবার সম্মিলনের দিন স্থির করিলেন। দুই দিনে কার্য্য সম্পন্ন করা কঠিন হইবে অনুমিত হইলেও প্রতিনিধি এবং দর্শকগণের যাতায়াতের সময় হিসাব করিয়া ততোধিক সময় দিতে পারা যায় এমন কোনও বন্ধ পাওয়া গেল না। সুতরাং দোল এবং ইষ্টারের বন্ধেই সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইল। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইবে স্থির করা হইল। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশাগত সাহিত্যিক গণের মধ্যে আলাপ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিবার সময়াভাব অনেকে অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু সভামণ্ডপের অনতিদূরে অভ্যাগত গণের বাসস্থান নিরূপিত হওয়াতে এবং প্রায় সকলেই পরস্পরের

নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করাতে কিয়ৎ পরিমাণে সেই অভাব দূরীভূত হইয়াছিল।

সভা মণ্ডপ নির্ম্মাণের জন্য স্থানীয় মিউনিসিপাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ মনোনীত করা হইয়াছিল। স্কুল কমিটির সভাপতি এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারমেন শ্রীযুক্ত গৌর্লে সাহেব স্কুল গৃহ এবং প্রাঙ্গণ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া অভ্যর্থনা সমিতিকে যথেষ্ঠ সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র।

সভামণ্ডপের অনতিদূরে সভাপতির গৃহ এবং প্রতিনিধিবর্গের বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছিল। মণ্ডপের সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে প্রদর্শনীর জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল।

সভাপতি নির্ব্বাচন।

সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা অভ্যর্থনা সমিতির এক প্রধান কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে বহু আলোচনার পর স্থিরীকৃত হইল যাঁহার বিশেষ চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইয়াছে এবং শিক্ষিত সমাজে বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র, সুতরাং তাঁহাকেই সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতে অনুরোধ করা হউক। তদনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সময়াভাবে তিনি উক্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইতি মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়কে সভাপতি মনোনীত করিবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতিকে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা হইতে ৬০ জন সুপরিচিত সাহিত্যিকের স্বাক্ষরিত এক অনুরোধ পত্র প্রেরিত হয়। তন্মধ্যে অনেকেই সম্মিলন পরিচালন সমিতির সভ্য। সাহিত্য সম্মিলনে ইঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করা শ্রেয়ঃ

মনে করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি তদনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার বি, এল, মহাশয়কে সভাপতি হইতে অনুরোধ করিলেন। ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত, আজীবন সাহিত্য-সেবারত, বয়োবৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ। ইনি "সাধারণী" এবং "নবজীবনের" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। তিনি সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন।

নিমন্ত্রণ।

সম্মিলন পরিচালন সমিতির পরামর্শানুসারে এবং তাঁহাদের প্রদত্ত তালিকানুসারে সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য কয়েক সহস্র নিমন্ত্রণ পত্র ডাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা ইহার কোনও সুশৃঙ্খলা করিতে পারি নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে না পাইয়া অনেক নিমন্ত্রণ পত্র ফিরিয়া আসিয়াছে। আবার অনেক সাহিত্যসেবী নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন নাই। কেহ কেহ ৫।৬ খান পত্র পাইয়াছেন। পত্রিকার সম্পাদকরূপে, পুস্তক প্রণেতারূপে, সাহিত্য পরিষদের সভ্যরূপে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকরূপে কোন কোন ব্যক্তি চারিবার নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আবার প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্যও ভিন্ন পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার কোনও প্রকার প্রতিকার করাও অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যান্য অনেক সম্মিলনে এরূপ ভাবে নিমন্ত্রণ করা হয় না। স্থানীয় সভা সমিতির সভ্যগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন এবং তাঁহারাই সম্মিলনে উপস্থিত হন। দেশে এখন সাহিত্যানুরাগী লোকের অভাব নাই। সকলকে নিমন্ত্রণ করা অসম্ভব, অথচ কয়েক জনকে নিমন্ত্রণ করা হইল, কয়েক জনকে করা হইল না, তাহাও ঠিক বলিয়া মনে হয় না। নিমন্ত্রণ যদি করিতেই হয় তবে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি তাহার একটা সুন্দর এবং সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলে ভাল হয়। মফস্বলে এরূপ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে স্থানেই সম্মিলন হউক

না কেন মফস্বলবাসিগণ নিমন্ত্রণের শৃঙ্খলা করিতে সমর্থ হইবেন মনে হয় না।

যাতায়াতের সুবিধা।

প্রতিনিধিবর্গের যাতায়াতের সুবিধার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রেলওয়ে কনসেসনের আবেদন করিয়াছিলেন। তদনুসারে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সম্মিলনের প্রতিনিধি এবং দর্শকগণের জন্য সকল শ্রেণীতে অর্দ্ধেক ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অভ্যর্থনা সমিতির কৃতজ্ঞতার পাত্র।

অপরিচিত পথে অসুবিধা হইবে আশঙ্কা করিয়া সম্মিলনের প্রতিনিধি এবং দর্শকগণকে চাঁদপুর ষ্টেশনে সাহায্য করিবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দত্ত নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিনিধিবর্গের আহারাদির বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ রচনা।

প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্যও অনেক অনুরোধ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল লাভ হয় নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে অতি অল্প কয়েকটী মাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। পত্রোত্তরে দুই এক জন একথাও লিখিয়াছিলেন যে সাহিত্য সম্মিলনে প্রবন্ধ পাঠাইতে তাঁহারা ইচ্ছুক নন। কারণ "অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হইতে সম্মিলনের সভাপতি পর্য্যন্ত" অনেকের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়াও হয়ত প্রবন্ধ পঠিত হইতে পারিবে না অথবা পাঠের জন্য ৫ মিনিট সময় পাওয়া যাইবে। কাজেও তাহাই হইয়াছে। সময় এবং সুবিধার অভাবে কোন কোন সুপরিচিত লেখক প্রবন্ধ ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। আবার পাঠ করিবার সুবিধা না পাওয়াতে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি নিজেকে অপমানিত

মনে করিয়াছেন। প্রবন্ধ রচনার জন্য নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া এক ভদ্র লোক প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাঠের উপযুক্ত নয় বলিয়া তাহা মনোনীত হয় নাই। তাহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। পাঠের উপযুক্ত না হইলে মনোনীত করা যায় না সত্য, কিন্তু আমরা তাঁহাকে প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম কেন? এই কারণে সুলেখকগণ সাহিত্য সম্মিলনে প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং নূতন লেখকেরা প্রবন্ধ লিখিয়াও মনোকষ্ট লইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। তাই অনেকে বলিতেছেন সম্মিলনের কার্য্যপ্রণালী হইতে প্রবন্ধ পাঠ উঠাইয়া দেওয়া উচিত। প্রবন্ধ পাঠ উঠাইয়া দিলে সম্মিলনের অঙ্গহানি হয় বলিয়া মনে হয়। তবে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য সর্ব্বসাধারণ লেখককে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখা উচিত নয়। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি চেষ্টা করিয়া সুপরিচিত লেখক দ্বারা খুব অল্প কয়েকটী ভাল প্রবন্ধ রচনার ব্যবস্থা করিলে এবং সেই কয়টী যাহাতে সম্পূর্ণ পঠিত হইতে পারে তদনুরূপ সময় এবং সুবিধা করিলেই সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

সম্মিলনের সাধারণ বিভাগে ১৩টী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল এবং ১০টী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১০টী প্রবন্ধ নানা কারণে পাঠের জন্য মনোনীত হয় নাই। বিজ্ঞান বিভাগে ১২টী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল এবং ২টী পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩টী কবিতা এবং ১টী প্রবন্ধ মহিলা লিখিত। দুই জন মহিলা কবির বাসস্থান চট্টগ্রাম। প্রবন্ধ এবং লেখকগণের নাম যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

প্রদর্শনী।

সভা মণ্ডপের সম্মুখে, সরকারী রাস্তার অপর পার্শ্বে এক সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে সাহিত্য-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। উক্ত গৃহের বিবিধ প্রকোষ্ঠে নানাবিধ পুরাতন পুঁথি সংরক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে

চট্টগ্রামের প্রাচীন কবি বিরচিত বহু সংখ্যক গ্রন্থ সাহিত্য পরিষদের সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্বের তালপত্র এবং বৃক্ষত্বকে লিখিত গ্রন্থ সকল সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির চেষ্টায় চট্টগ্রামের কতগুলি প্রসিদ্ধ স্থান এবং দেবালয়ের আলোক চিত্র সংগৃহীত এবং প্রদর্শনী গৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহামুনি বৌদ্ধ বিহার, চাঁদ সদাগরের দীঘি, সুলতান বায়জিৎ বস্তানি, সাহ সুজা নিৰ্ম্মিত মস্‌জিদ, হিন্দু-তীর্থ মেধসাশ্রম এবং শ্রীচৈতন্যের প্রিয় শিষ্য এবং সহচর মুকুন্দ রাম দত্তের গৃহ দেবতার প্রতিকৃতি উল্লেখ যোগ্য। কতগুলি ঐতিহাসিক নিদর্শনও সংগ্রহ করা হইয়াছিল। নছরত বাৎসার নিৰ্ম্মিত মসজিদের ভগ্নাবশেষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ইষ্টক প্রদর্শিত হইয়াছিল; বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন সেন বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত আরঙ্গজেবের ফরমান বা আদেশ পত্র প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

জনসাধারণের সহানুভূতি ও যোগদান।

সাহিত্য সম্মিলন এখনও এদেশে নূতন ব্যাপার বলা যাইতে পারে। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন কেবল তাঁহারাই ইহাতে যোগদান করিবেন এরূপ আশা করা কিছুই অসঙ্গত নয়। কিন্তু চট্টগ্রামে দেখা গিয়াছে জন সাধারণ মহা উৎসাহে এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছে। সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া অনেকে আসিয়া সম্মিলন দর্শন করিয়াছেন। বহু সংখ্যক মহিলাও সাহিত্য সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে চট্টগ্রামের দুই জন মহিলা কবির দুইটা কবিতাও পঠিত হইয়াছিল। দেশের ভবিষ্যত আশাস্থল ছাত্রগণ যে কেবল দর্শকরূপে যোগদান করিয়াছিলেন তাহা নয়। স্বেচ্ছাসেবকরূপে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া সকল কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। এই সম্মিলনের আর একটী শুভ লক্ষণ এই যে হিন্দু এবং মুসলমানের কোন মতভেদ

এখানে দৃষ্ট হয় নাই। হিন্দুদের সঙ্গে বৌদ্ধ এবং মুসলমানেরাও ইহাতে আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়াছেন। দেশের নর নারী এবং যুবকবৃন্দ, দেশের জনসাধারণ সকলেই সাহিত্য চর্চ্চার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে বাস্তবিকই আনন্দ হয়।

আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা।

সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে একটী সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহা হয় নাই বলিয়া কেহ কেহ তাহার অভাব অনুভব করিয়াছেন। সান্ধ্য সম্মিলন বলিতে যাহা বুঝায় ঠিক তাহা না হইলেও সায়াহ্নের বিশ্রাম এবং আমোদের জন্য নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ব্যবসায়ীগণের নাট্যাভিনয় মনে করিয়া কেহ কেহ তাহাতে উপস্থিত হন নাই। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে প্রতিনিধি এবং দর্শকগণের আমোদ এবং সম্মিলনের জন্যই বিশেষ ভাবে রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণ এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাজের সুবিধার জন্যই ইহা রেলওয়ে ক্লাব ঘরে করা হয়। পরলোকগত কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের 'পরপারে' নাটকের অভিনয় করা হইয়াছিল। যাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন সকলেই অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিন সায়াহ্নে চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার গৃহে অভিনয় দর্শনের জন্য প্রতিনিধিগণকে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

ধন্যবাদ।

ভগবানের কৃপায় চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলন সুসম্পন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য আমার সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দিতেছি। যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে সহায়তা বা সহানুভূতি করিয়াছেন, যাঁহারা অর্থ দান করিয়া অথবা শরীরের শক্তি দ্বারা ইহার সফলতার সাহায্য করিয়াছেন

তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ গিক একদিন সম্মিলনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মিলনে তাঁহার সহানুভূতি আছে স্বয়ং তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপেলিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মেসারস্ বুলক ব্রাদার্স কোম্পানি, মেসারস্ ষ্টীল ব্রাদার্স কোম্পানি এবং মেসরস্ জামাল ব্রাদার্স কোম্পানি অর্থানুকুল্য দ্বারা সম্মিলনের সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি প্রতিনিধি এবং দর্শকবৃন্দকে অর্দ্ধ ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সম্মিলনের সভাপতি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া দূরদেশে আগমন পূর্ব্বক কষ্টসাধ্য কার্য্যভার বহন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। দূর দেশ হইতে যে সকল প্রতিনিধি এবং দর্শকগণ যোগদান করিয়া সম্মিলনের সফলতার সহায় হইয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দান করিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

প্রথম দিন — (শনিবার, ৯ই চৈত্র ১৩১৯) পূর্ব্বাহ্ন।

প্রথম অধিবেশন।

কার্য্য সূচী।

১। ঐকতান বাদন।

(ক) সঙ্গীত।

(খ) স্তোত্র পাঠ।

২। পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ।

৩। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ।

৪। সভাপতি বরণ।

(ক) বরণ কবিতা পাঠ।

(খ) "স্বস্তিবাচন" পাঠ।

৫। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ।

৬। পরলোকগত সাহিত্যিকগণের জন্য শোক প্রকাশ।

৭। বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি গঠন।

প্রথম দিন — অপরাহ্ন।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

(বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির কার্য্য কিয়ৎক্ষণ হওয়ার পর সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হয়।)

১। ঐকতান বাদন।

(ক) সঙ্গীত।

২। অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের টেলিগ্রাম ও পত্র।

৩। "নবীন চন্দ্র সেন" কবিতা পাঠ।

৪। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর "নিবেদন" পাঠ।

৫। চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য বিবরণ পাঠ

৬। কবিতা পাঠ।

(ক) আমন্ত্রণ।

(খ) ঈশ্বরের স্তোত্র।

(গ) মাঙ্গলিক।

(ঘ) একটী কল্পনা।

প্রথম দিন — সায়াহ্ন।

স্থান — সভাপতির গৃহ।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন।

১। প্রবন্ধ মনোনয়ন।

২। প্রস্তাব নির্ব্বাচন।

দ্বিতীয় দিন — (১০ই চৈত্র, রবিবার ১৩১৯) পূর্ব্বাহ্ন।

তৃতীয় অধিবেশন।

বিজ্ঞান শাখা।

(সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়)

১। ঐকতান বাদন।

(ক) সঙ্গীত।

২। বিজ্ঞান বিভাগের পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ।

৪। বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা ও :সব কমিটি গঠন।

৫। প্রবন্ধ পাঠ।

৬। আগামী বর্ষের কার্য্য ভারার্পণ।

৭। আগামী বর্ষের সভাপতি নির্ব্বাচন।

৮। ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় দিন — অপরাহ্ন।

চতুর্থ অধিবেশন।

১। ঐকতান বাদন।

(ক) সঙ্গীত।

২। একটী টেলিগ্রাম পাঠ।

৩। প্রবন্ধ পাঠ।

৪। প্রস্তাব গ্রহণ।

৫। সম্মিলন সাধারণ সমিতি গঠন।

৬। সাধারণ — সঙ্কল্পের প্রস্তাব।

৭। ধন্যবাদ।

সভা শেষ।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।

ষষ্ঠ অধিবেশন — প্রথম দিন।

স্থান—চট্টগ্রাম, ফেয়ারীহিল বা পরীপাহাড়ের পাদ দেশ।
মিউনিসিপেল উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত মণ্ডপ।
সময় ৯ই চৈত্র ১৩১৯। ২২শে মার্চ্চ ১৯১৩।
শনিবার, পূর্ব্বাহ্ন সাড়ে আট ঘটিকা হ'তে সাড়ে বার ঘটিকা পর্য্যন্ত।

১। চট্টগ্রামের রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিবেষ্টিত, নব বসন্তানীত শোভা সৌন্দর্য্যে বিভূষিত, নব রবিকরস্নাত, সুসজ্জিত সভামণ্ডপে বাণীবন্দনার জন্য ব্যাকুল হৃদয় সাহিত্য-সেবকগণ এবং দর্শক মণ্ডলী প্রাতঃকাল হইতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতে উৎসুক হৃদয় শত শত নর নারী সভা গৃহে উপবিষ্ট হইয়া সম্মিলন দর্শন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যথা সময়ে মনোনীত সভাপতি এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিগণ আনন্দ সূচক করতালি-ধ্বনির মধ্যে সভামণ্ডপে প্রবেশ ও আসন গ্রহণ করিলে আর্য্য-সঙ্গীত সমিতি তাঁহাদের সর্ব্বত্র প্রশংসিত শ্রবণ তৃপ্তিকর ঐকতান বাদ্য দ্বারা সভার কার্য্যারম্ভ ঘোষণা করিলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত সঙ্গীত উক্ত সঙ্গীত সমিতি দ্বারা গীত হইল :—

ইমন কল্যাণ।

ধন্য আজি দীন ভবন ধন্য জননী চট্টলা।
শীর্ষে শোভে শৈল চূড়া বেষ্টিত বাহিনী মেখলা॥

শত ইন্দু লেখা অলকে ঝলকে
জগত রঞ্জিছে তব প্রেমালোকে,
তোমার মন্দিরে আছে থরে থরে
কত না গৌরব ডালা॥

কণ্ঠে তব গীত "কুরুক্ষেত্র" গাথা
"প্রভাস" "রৈবতক" মঙ্গল-মাতা,
কবি দাসানুদিত মাঘ কালিদাস
কীর্ত্তি লীলা॥

উর মা আসরে, কমল বাসিনী,
বর পুত্রগণে আশীষ জননী,
পুণ্য-জ্ঞানালোকে ভরিয়া পুলকে
ভুবন কর মা আলা॥

পদপ্রান্তে তব আজি সমাগত
পূত অর্ঘ্য করে কৃতী পুত্র কত,
লও মা সবার প্রীতি বিকশিত
চন্দন চর্চ্চিত মালা॥

সঙ্গীতান্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা, কাব্যতীর্থ মহাশয় বাক্‌দেবীর আহ্বান সূচক নিম্নে প্রদত্ত স্তোত্র পাঠ করিলেন :—

নমো বাগ্‌দেবতায়ৈ।

ত্বাং সারস্বত-মঞ্জু-কুঞ্জভবনাং বন্দে শরীরগ্রহাং
প্রেমাসারবিবর্ষসিক্তবসুধাং বাল্মীকি-কণ্ঠাসনাম্।
ত্বাং দ্বৈপায়ন-মাঘ-ভারবি-রবীন্ বিদ্যোতয়ন্তীং সতীং
বন্দে গৌতম-শঙ্কর-প্রসবিনীং শ্রীকালিদাসপ্রসূম্॥

(২)

বন্দে ভারত-হেমচন্দ্র-রজনীকান্তেশ্বরেন্দ্রাক্ষয়া
নন্দ শ্রীল নবীন-বঙ্কিমমণি-স্রগ্ধারিণীং ভারতীম্।
শ্রীশ্রীমন্মধুসূদনে কৃতদয়াং বঙ্গে মধুস্রাবিণি
সান্দ্রানন্দবিধায়িনীং ভগবতীং বাগ্দেবতাং ত্বাং ভজে।

(৩)

স্মেরাস্যং ভুবনত্রয়ং হি ভবতি স্মেরাননা ভাসি চেৎ
ক্রন্দন্তী মনুরোদনৈর্বিলসিতং বিশ্বং তরঙ্গায়িতম্।
রাকাচন্দ্র-করোজ্জলং জগদিদং শ্বেতাম্বরায়াং ত্বয়ি
যত্রাবির্ভব উষরে কুসুমিতং সংশোভিতে নন্দনম্॥

(৪)

দৈন্যং দৈন্যবতো ব্যপোহিতমহো থর্ব্বন্তি তে গর্ব্বিণঃ
মূকা বাক্‌পটুতাং ভজন্তি নচিরাৎ পশ্যন্তি নষ্টদৃশঃ
মৃত্যুর্মৃত্যুমুপৈতি তস্য কবিতাসঙ্গস্য সংখ্যাবতো
মাত ত্বং সততং প্রভা-সুবিমলা যস্যাসি হৃৎপঙ্কজে॥

(৫)

আয়াহি প্রথম প্রসাদনকরি ত্বং সামঝঙ্কারিণি
বঙ্গীয়ং পরিমণ্ডিতং ভবতু তে পীঠং বরেণ্যং শুভং
মাঙ্গল্যং বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং নিত্যঞ্চ নো যচ্ছতু
সাফল্যং লভতাং বিদগ্ধ-পরিষদ্বাণী প্রসাদাদিয়ম্॥

বঙ্গানুবাদ।

(১)

মঞ্জু সারস্বত কুঞ্জবিহারিণি!
নমো মূর্ত্তি মনোহরা।
বাল্মীকির কণ্ঠ আসনে বসিয়া
প্রেমে ভাসাইলে ধরা।
দ্বৈপায়ন-মাঘ ভারবি-ভাস্কর
মা তোর প্রসাদে বাণি!
উজলিল ধরা গৌতম শঙ্কর
কালিদাস প্রসবিনি।

(২)

ভারত, বঙ্কিম, আনন্দ, নবীন,
হেমচন্দ্র আদি কবি।
মণিময় হার পরিয়াছ গলে;
মধু বঙ্গে মধুস্রাবী।
দয়ায় তোমার সফল জীবন
মহতী আনন্দভূমি।
দাও মা ভারতি! নমি ভগবতি!
বাক্যের দেবতা তুমি।

(৩)

হাস যদি মাগো! সুমধুর হাস্যে
পূরিত ভুবনত্রয়।
করুণ-ক্রন্দনে উঠে আর্ত্তরোল
এ বিশ্ব তরঙ্গময়।
পূর্ণেন্দু কিরণে জগত উজ্জ্বল,
পর যবে শুভ্র বাস।
মরুভূমি হয় পুষ্পিত নন্দন
যথা তব সুপ্রকাশ।

(৪)

নির্ম্মল কিরণে নিত্য সমুজ্জ্বলা
হৃদয় অম্বুজে যার।
জননি! আমার আসীনা নিয়ত
কি দুঃখ তাহার আর।
চূর্ণ অহঙ্কার কবিত্ব সম্বলে
দীনতা হীনতা লীন;
মূকে কথা বলে মৃত্যু যায় চলে
লভে দৃষ্টি, দৃষ্টিহীন।

(৫)

এস এস আদি আনন্দদায়িনি !
তুমি সাম-ঝঙ্কারিণি !
বঙ্গবরণীয় মঙ্গল আসন
সুশোভিত কর রাণি !
অভীষ্ট মোদের পুরাও সতত
মাঙ্গল্য-বিধান-ময়ি !
লভুক সাফল্য বাণীর প্রসাদে
বিদগ্ধ সমিতি এই ॥

ওঁ শান্তি।

২। সাহিত্য সম্মিলনের নিয়মানুসারে পূর্ব্ব বৎসরের সভাপতির অভিভাষণ দ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। দুঃখের বিষয় সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতি সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষক, কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর অনিবার্য্য কারণে চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার লিখিত অভিভাষণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পি এইচ, ডি, তাহা পাঠ করিলেন।

পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতির পত্র ও অভিভাষণ।

20, METCALFE HOUSE, DELHI.
The 29th March 1912.

চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির
সভাপতি মহাশয় সমীপে।

সবিনয় নিবেদন,

রাজপ্রতিনিধির ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে লিপ্ত থাকা বশতঃ এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারায় আমি অত্যন্ত

দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আমার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিয়া এই সঙ্গে পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা সম্মিলনে পাঠ করিয়া বাধিত করিবেন। আশা করি আপনাদের অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা লাভ করিবে। ইতি

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বাৎসরিক আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায়, একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার হৃদয়ের চির-ঈপ্সিত বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারায় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলাম। আমার প্রিয় সাহিত্য সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনের শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সাহিত্য-সেবিগণের সহবাসজনিত অপার আনন্দ ও সুখভোগ, তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি শ্রবণ এবং তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমার এ ক্ষোভ লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ময়মনসিংহে সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে পত্রে লিখিয়াছিলেন—"সাহিত্য সম্মিলনে আমাদের দেশের যে এক নূতন জীবন প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, বিধাতার কৃপায় যেন সেই স্রোত দিন দিন বর্দ্ধিত হয়।" আমিও সেই প্রার্থনার পুনরুক্তি করি।

চট্টগ্রামবাসিগণ যেরূপ উৎসাহ ও যত্নের সহিত সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যের সার্থকতাকল্পে যোগদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বঙ্গসাহিত্য-সেবিগণের ধন্যবাদের পাত্র। ইহা সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অনুষ্ঠানের স্থায়িত্বের শুভ লক্ষণ।

বার্দ্ধক্যভারপীড়িত তথাপি অসীম উৎসাহপূর্ণ বঙ্গভাষার অক্লান্ত সেবক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এবার এই সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ নবীন সাহিত্য-সেবিগণকে উৎসাহিত করিবে।

হুগলীর অধিবেশনের পর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর চলিয়া গেল। পুনরায় আমরা এই চট্টগ্রামে মিলিত হইয়াছি। আমরা

নবোৎসাহে সুশৃঙ্খলায় আমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিব ইহাই জগদীশ্বর সমীপে আমাদের প্রার্থনা।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের দর্পনস্বরূপ। কোন্ লেখক কিরূপ ভাবে বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্যের হিতসাধন অভিপ্রায়ে বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় নানা বিষয়ক পুস্তক প্রচার করিয়া দীনা বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। আমাদিগের দেশে শিক্ষার যথেষ্ট অভাব। কিরূপ শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিলে সকল শ্রেণীর লোক শিক্ষিত হইবে, এবং তাহাদের শিক্ষোপযোগী পুস্তক প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি হইবে, তাহা এই সাহিত্য সম্মিলনের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

চট্টগ্রামের বিদ্যোৎসাহী সজ্জনেরা এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের আনুকূল্যে ও সহানুভূতিতে বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হইবে। নিবেদনমিতি—

২০, মেটকাফ্ হাউস,
দিল্লী।
৬ই চৈত্র, ১৩১৯।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

৩। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা গমন করিয়াছিলেন। তথায় অসুস্থ হওয়াতে তিনি সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন মহাশয় তাঁহার প্রতিনিধি রূপে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কার্য্য ভার বহন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিবার ভার কবিবর শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন মহাশয়কে অর্পণ করিলে

শশাঙ্ক বাবু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহাতে "শৈলকিরিটিনী সাগরকুন্তলা" চট্টগ্রামের মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা, ইহার অতীতের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান অবস্থার কথা, বঙ্গ সাহিত্যের বিকাশে চট্টগ্রামের পুরাতন এবং নূতন কবি এবং গ্রন্থকারগণের দান সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছিল। ইহার ভাষার সৌন্দর্য্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৪। পূর্ব্বোক্ত অভিভাষণ পাঠান্তে অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন রায় শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র দত্ত বাহাদুর তাঁহার ওজস্বিনী ভাষাতে সুপরিচিত প্রাচীন সাহিত্য-সেবক, শান্তমূর্ত্তি শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া, তাঁহার যৌবনের উৎসাহ উদ্যম এবং বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা দানে তিনি সুদীর্ঘ কাল বঙ্গ সাহিত্যের যে অসাধারণ সেবা ও উন্নতি করিয়াছেন তাহার বর্ণনা করিয়া, তাঁহাকে চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি রূপে বরণ করিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী তাঁহার সুন্দর এবং সুমিষ্ট ভাষায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার অক্লান্ত সাহিত্যসেবার উল্লেখ করতঃ উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত আবদুল করিম (চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ (আসাম) শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল (কলিকাতা) শ্রীযুক্ত দেব কুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল) মহাশয়েরা উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্ব সম্মতি সূচক দীর্ঘ করতালিধ্বনির মধ্যে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যাত্রা মোহন সেন মহাশয় এক সুন্দর সুদীর্ঘ পুষ্প মাল্য দ্বারা সভাপতির কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত করিলেন। সভাপতি মহাশয় গলদশ্রুনেত্রে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "এই রক্ত মাল্য ধারণ করিয়া আমি বধ্যভূমিতে উপনীত হইলাম।" শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বরচিত "বরণ" নামক কবিতা পাঠ করিয়া সভাপতি বরণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত কাব্যতীর্থ "স্বস্তিবাচন" পাঠ করিলেন।

(১)

ভাব ভাষা জননীর স্নেহের তুলাল
সাহিত্যের মহাযজ্ঞ মন্দির প্রাঙ্গণে,
হোতৃ পদে বসাইয়া করিতে বরণ
এসেছে তোমারে আজি বঙ্গবাসিগণে।

(২)

এই দিনে কবে কোন অতীতের কোলে
খেলেছিলে হোরি খেলা: রাধিকারমণ
চারিশত বর্ষ আগে এই শুভ দিনে
উদেছিলে নদীয়ায় নদীয়ার জীবন।

(৩)

এখনো সে পুণ্য-স্মৃতি আনিছে বহিয়া
কত না আনন্দ প্রীতি মাধুরী প্লাবন,
তরঙ্গে তরঙ্গে তার ভাসিয়া ভাসিয়া
প্রফুল্লিত হয়ে উঠে তোমার আনন।

(৪)

পুণ্যতীর্থে, প্রকৃতির লীলা-নিকেতনে
সিন্ধু আসি মিলিয়াছে সাগরের পার
শুভ দিনে আজিকার তিথি সুমঙ্গলে
স্থির কর্ণে শুন আজি কি সঙ্গীত তার।

(৫)

গায়ক কাহারা তার? জান কি তাদের
পুণ্ডরীক, গদাধর, বঙ্গের নবীন,
গান গেয়ে গেয়ে তারা করে অভিষেক
শত শঙ্খ ধ্বনি মাঝে তোমারে প্রবীণ

(৬)

এসেছে বঙ্কিম বঙ্গ সাহিত্যের গুরু
ভূদেব, অক্ষয়, হেম, শ্রীমধুসূদন,
সাগর, সঞ্জীব, ইন্দ্র, চন্দ্র, রঙ্গলাল
মায়ের প্রসাদী পুষ্প করিতে বর্ষণ।

(৭)

ভাষা জননীর তুমি সুকৃতি সন্তান
করেছ রক্তের টানে মায়ের পূজন ;
'আমার কেবল তুমি' বলি স্নেহাদরে
সেচিয়াছ সাহিত্যিকে ভাবি নিজ জন।

(৮)

শুভক্ষণে ধরি শিরে মাতৃ-আশীর্ব্বাদ
লহ সবাকার প্রীতি-শ্রদ্ধার বরণ,
শুনাও মায়ের গান, বঙ্গবাসিগণে
হে বরেণ্য, এ যজ্ঞের করি উদ্বোধন।

স্বস্তিবাচনম্।

যত্রানিন্ধনবহ্নিরহ্নি রজনৌ সংভাতি বারিস্থলে
যত্রেশঃ স্বয়মস্তি সার্দ্ধমমরৈস্তীর্থান্যনেকানি চ।
নানাশাস্ত্রবিশারদৈর্হৃতমদৈঃ সৎপণ্ডিতৈর্ম্মণ্ডিতা
চট্টগ্রামপুরী পুরন্দরপুরীবাভাতি চাপ্যাধিকম্॥

বাণীপুত্রবরৈরিতস্ততইতৈর্ম্মাতুঃ প্রসাদে রতৈঃ
যেয়ং সংমিলিতৈরতীব ললিতা সাহিত্যসংম্মেলনী।
সোল্লাসং হৃদয়ে নিধায় জননী তামস্ত নশ্চট্টলা
ধন্যানন্দভরাভিনন্দতি পরং প্রীত্যা প্রিয়প্রেক্ষণাম্॥

তৎসেবাপরমব্রতা বয়মিতঃ প্রীতিপ্রবাহপ্লুতা
দীনা অত্র সভাজনেঽপি ভবতামৌৎসুক্যমাত্রাশ্রিতাঃ।
স্বস্ত্যন্বেষণভাষণৈর্বিতনুমস্ত্বর্ঘ্যং ভবদ্ভ্যঃ পরং
দেবঃ সিদ্ধিমমুক্ষণং প্রদিশতাৎ সৎকার্য্যসংসাধনে॥

৫। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় দীর্ঘ করতালি ধ্বনির মধ্যে উঠিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। অভিভাষণ সুদীর্ঘ হইলেও বহু তথ্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, সুতরাং সকলেই আগ্রহ সহকারে তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুকবি নবীনচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে চট্টগ্রামের দৈন্য এবং বঙ্গভাষার অশেষ ক্ষতি বর্ণনা করিয়া তাঁহার অভিভাষণ আরম্ভ হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাস, ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুলেখকগণের চেষ্টা, বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থা ইহার ভবিষ্যৎ আদর্শ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনাতে ইহা পূর্ণছিল।

৬। তৎপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গের যে সকল সুসন্তান আজীবন সাহিত্য সেবা করিয়া বিগত বর্ষে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের গুণাবলির উল্লেখ করিয়া এবং তাঁহাদের অভাব স্মরণ করিয়া সম্মিলনের পক্ষ হইতে তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাশয় বিশেষভাবে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ৺রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২। ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর।
৩। ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
৪। ঈশানচন্দ্র বসু।
৫। ৺অতুলকৃষ্ণ মিত্র।
৫। ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
৭। শ্রীবিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির সভ্যগণ।

৭। অতঃপর নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি গঠিত হয়।

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার কলিকাতা
২। " প্রফুল্লচন্দ্র রায় "
৩। " দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী "
৪। " বিপিনচন্দ্র পাল "
৫। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "
৬। " পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ "
৭। " দেবকুমার রায় চৌধুরী "
৮। " বিহারীলাল সরকার "
৯। " মহিমচন্দ্র ঠাকুর, আগরতলা।
১০। " রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।
১১। " বিনয়কুমার সরকার।
১২। " ললিতচন্দ্র মিত্র।
১৩। " শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
১৪। " অবিনাশচন্দ্র মজুমদার।
১৫। " অনাথবন্ধু সেন।
১৬। " অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী, ঢাকা।
১৭। " নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত "
১৮। " দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ফেণী।
১৯। " রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর।
২০। " অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, রঙ্গপুর।
২১। " অশ্বিনচন্দ্র সুর, নোয়াখালী।
২২। " কৈলাসচন্দ্র সিংহ, কুমিল্লা।
২৩। " সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা।
২৪। " বিজয়লাল দত্ত "

২৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।
২৬। " মহেশচন্দ্র চাকলাদার, ময়মনসিংহ।
২৭। " দ্বিজদাস দত্ত, ত্রিপুরা।
২৮। " মহম্মদ রওসান আলি চৌধুরী, ফরিদপুর।
২৯। " যাত্রামোহন সেন, চট্টগ্রাম।
৩০। " শশাঙ্কমোহন সেন, চট্টগ্রাম।
৩১। " নবীনচন্দ্র দাস "
৩২। " আবদুল করিম "
৩৩। " রায় নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর "
৩৪। " শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ "
৩৫। " হরিশ্চন্দ্র দত্ত "
৩৬। " জীবেন্দ্রকুমার দত্ত "
৩৭। " জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য "
৩৮। " যামিনীকান্ত সেন "
৩৯। " হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, কলিকাতা।
৪০। " সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, চট্টগ্রাম।
৪১। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৪২। " যতীন্দ্রমোহন রায়।
৪৩। " গুণালঙ্কার মহাস্থবীর, চট্টগ্রাম।
৪৪। " শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুমিল্লা।
৪৫। " আশুতোষ দাসগুপ্ত।
৪৬। " পুরেন্দু সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪৭। " সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চট্টগ্রাম।
৪৮। " ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কলিকাতা।
৪৯। " হেমন্ত কুমার সেন।
৫০। " ডাঃ বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায়।
৫১। " সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, মালদহ।
৫২। " নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত।

৫৩। শ্রীযুক্ত কাজিম আলি, চট্টগ্রাম।
৫৪। „ বাণীনাথ নন্দী।
৫৫। „ বাক্ষেশ্বর গুপ্ত, চট্টগ্রাম।
৫৬। „ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, — ঐ
৫৭। „ বিপিন চন্দ্র গুহ, ঐ
৫৮। „ মহেন্দ্র লাল দাস, ঐ

প্রথম দিন— দ্বিতীয় অধিবেশন।

অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৬টা।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়া কিয়ৎকাল আলোচনার পর সময়াভাবে প্রবন্ধ এবং প্রস্তাব নির্ব্বাচন করিবার জন্য সবকমিটি গঠন করিয়া প্রায় ৪ ঘটিকার সময় সম্মিলনের ২য় অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

১। ঐকতান বাদন।
২। সঙ্গীত।

লুম—কাওয়ালি।

আজি কি মাধুরি জাগে আকাশে,
নব আশা-বাণী ভাসে বাতাসে।
তোমার কনক-আসন ঘেরিয়া,
তোমার কমল-আনন চাহিয়া হে,
তোমারি হাজার পূজারি তনয়
মিলিল আজিকে উলাসে।
অয়ি বীণাপাণি, অয়ি মা জননী,
উৎসবে কিবা মাতিল ধরণী হে,
অযুত হৃদির আকুল বন্দ
সঙ্গীত-তানে উছ্বাসে।

করুণা-কোমল-আশিস্ তোমার
করুক্ সফল সাধনা সবার হে,
(তব) অভয়-মুরতি যেন গো নিত্য
চিত্ত মাঝারে বিকাশে।

৭। যদিও সাহিত্যসম্মিলনের পরিচালক এবং পৃষ্ঠপোষক অনেকেই সম্মিলনে উপস্থিত হন নাই, প্রায় দেড় শত ভদ্রলোক তাঁহাদের সহানুভূতি এবং শুভ কামনা জ্ঞাপন করিয়া তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন অথবা পত্র লিখিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত মহাশয়—ইঁহাদের নামের তালিকা সভাপতির নিকট উপস্থিত করিলেন। এই দীর্ঘ তালিকা পাঠ করা সম্ভব নয় বলিয়া পঠিত হইল না। এই তালিকার মধ্যে নিম্নলিখিত সুপরিচিত নাম গুলিও ছিল:—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ডাক্তার „ জগদীশচন্দ্র বসু, ডি, এস্‌সি।
„ শিবনাথ শাস্ত্রী।
সার „ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, ডি, এল, কেটি।
মহারাজ „ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।
„ „ কুমুদচন্দ্র সিংহ।
কুমার „ শরত কুমার রায়।
রায় „ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
„ সারদাচরণ মিত্র।
„ ব্রজেন্দ্র কুমার শীল।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফি।
অধ্যাপক „ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।
রাজা „ ভুবন মোহন রায়
রায় „ শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই, ই।
„ প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

৩। তৎপর সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় চট্টগ্রামের সুকবি নবীনচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া স্বরচিত একটী সুন্দর চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাঠ করিলেন। চট্টগ্রাম সাহিত্যসম্মিলনে চট্টগ্রামের সুকবি নবীনচন্দ্রের অভাব সকলেই অনুভব করিয়াছেন। তিনি লোকান্তরগত, সুতরাং দর্শনের অতীত হইলেও তাঁহার জীবন্ত প্রভাব সকল হৃদয়ের উপর নিপতিত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের তৈল চিত্র সম্মিলনমণ্ডপে সভাপতির পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জাগ্রত স্মৃতি নিকটতর হইয়া সকলের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল। যেমন পূর্ব্বোক্ত কবিতায় তেমনই সভাপতির অভিভাষনে এবং অনেক বক্তাগণের বক্তৃতায় নবীনচন্দ্রের স্মৃতি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছিল।

নবীনচন্দ্র সেন।

পুণ্য পূর্ব্বাশার দ্বার করি উদ্‌ঘাটিত
কনক-কিরণ-পূর্ণ তরুণ তপন
নবীন আলোকে সবে করে পুলকিত,
রজনীর অন্ধকার করিয়া মোচন;
সেইরূপ একদিন,—শুভদিন গণি—
পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্র করি উদ্ভাসিত,
পুণ্য চট্টগ্রাম হ'তে, নব দিনমণি
মেঘের আঁধার ভেদি হয় প্রকাশিত।
গুঞ্জরি তরুণ কণ্ঠে, পলাশীর রণ,
দেখাইলে বঙ্গজনে রঙ্গমতী শিলা;
ত্রিধারায় পূজা করি নর-নারায়ণ,
শিখাইলে শেষতানে অবতার-লীলা
চারু চট্টগ্রাম! তোর সার্থক জীবন,
দিয়াছ সাহিত্যে, চির নবীন কিরণ

৪। সম্মিলন পরিচালনসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পীড়িত হওয়াতে সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রেরিত "নিবেদন" শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিলেন।

৫। তৎপর চুঁচুড়া সাহিত্যসম্মিলনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত, সংশোধিত ও গৃহীত হয়। উক্ত কার্য্য বিবরণ পূর্ব্বেই মুদ্রিত করা হইয়াছে।

৬। চট্টগ্রামের যুবক কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত মহাশয়ের "আমন্ত্রণ" কবিতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন। ইহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমন্ত্রণ।

(১)

অনন্ত আকাশ সনে অসীম সিন্ধুর
নিত্য যথা ঘটিছে মিলন,
শৈল আর শৈলজায় করিছে মধুর
অফুরন্ত স্নেহ আলাপন,
নির্ঝরের কল-রোলে, উৎসের উচ্ছ্বাসে,
বনানীর শ্যামল ছায়ায়,
নিত্য যথা কোলাকুলি সৃজি' বিশ্ববাসে
শান্তি স্নিগ্ধ তপোবন হায়,
অশ্রান্ত বিহঙ্গ-গীতে, মৃদুল সমীরে,
মধুময় প্রসূন-মালায়,
হাস্যময়ী প্রকৃতির নিকুঞ্জ-কুটীরে
অনুক্ষণ উৎসব যথায়,—
আমার জনমভূমি আমার স্বদেশ
হে বরেণ্য মনীষি-সমাজ!
সে নিসর্গ-লীলাভূমে আদরে অশেষ
করিতেছে আমন্ত্রণ আজ!

(২)

সুবিশাল জগতের মহাধর্ম্ম চারি
বদ্ধ যথা নিত্য আলিঙ্গনে,
সুমধুর কবি-কণ্ঠ উঠিছে ঝঙ্কারি'
নিত্য যথা ভক্ত-কণ্ঠ সনে,
মিলেছে নিখিল তীর্থ যথা শুভক্ষণে
মুক্ত করি অমৃত-দুয়ার,
বিভিন্ন পথের যাত্রী মিশি' মনে প্রাণে
রচে যথা অর্ঘ্য দেবতার,—
যুগ-যুগান্তর হতে ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে
বহে যথা এক প্রেম-ধারা,
কত চিত্ত মগ্ন হয়ে দুর্জ্ঞেয়ের ধ্যানে
নিশিদিন আছে আত্মহারা,—
আমার জনম-ভূমি আমার স্বদেশ
হে পূজার্হ পূজারি সমাজ!
সে পবিত্র পীঠভূমে সম্ভ্রমে অশেষ
আহ্বানিছে তোমা সবে আজ।

(৩)

এস এস হোতৃগণ! হোমাগ্নি জ্বালিয়া
'বাড়ব' রয়েছে প্রতীক্ষায়,—
উদগাতার পুণ্য-গীতি উঠিছে জাগিয়া
মুখরিত 'সহস্রধারায়'!
গভীর উদাত্ত স্বরে প্রস্তোতা জলধি
করিতেছে অনাদির স্তব,—
প্রতিহারী 'চন্দ্রনাথ' মুগ্ধ নিরবধি
পালিবারে ভক্তের গৌরব!
এ যে পূত যজ্ঞভূমি—প্রেম-সম্মিলনে
বাঁধিতেছে সহস্র হৃদয়,—

উৎসর্গিয়ে আপনার মুমুক্ষু জীবনে
লভিবারে আনন্দ-অভয় !
প্রকৃতি প্রকৃতি-নাথ মিলেছে হেথায়
এ যে যোগ্য 'সম্মিলন' ঠাই,—
এস এস হোতৃগণ ! প্রফুল্ল হিয়ায়
দিকে অমৃত বিলাই' !

(৪)

আজি এ মিলন-পীঠে কোটি অন্তরের
ভক্তি-প্রীতি পুলকে মিলিয়া,
চিন্ময়ী বাগ্দেবী-মূর্ত্তি নিভৃত মর্ম্মের
মর্ম্মস্থলে তুলিছে গড়িয়া !—
বসন্ত রচিছে অর্ঘ্য উন্মুক্ত করিয়া
আপনার সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার,—
কোকিলের "কুহু" তানে উঠিছে ধ্বনিয়া
নন্দনের বাঁশরী ঝঙ্কার !
জননীর পদ-রজঃ দিতে ধৌত করি'
নাচিতেছে স্রোতস্বিনীদল,
চামর ঢুলাতে মায় আনন্দে শিহরি'
বহিছে মলয় নিরমল !
মিলায়ে সবার সাথে হৃদয়ের সুর
এস হেথা এস ভ্রাতৃগণ !
সব বাধা-ব্যবধান হয়ে গেছে দূর
জননীরে করিতে অর্চ্চন !

(৫)

মাতৃ-পূজা মণ্ডপের পূজক প্রবীণ
সভাপতি ঋত্বিক প্রধান,
নবীন 'ভারত-স্রষ্টা' নাহি সে "নবীন"
আজি তোমা দিতে অর্ঘ্যদান।

তবু তাঁরি স্বদেশের স্নেহ-মুগ্ধ কবি
করিয়াছে প্রসূন চয়ন,—
হে বরেণ্য! তব পূত বাক্য সুধা লভি,—
করিবারে তোমারে বরণ!
লহ এ সামান্য পূজা—জননী পূজার
হোক ক্ষুদ্র দুর্ব্বার সম্ভার,—
"বিদুরের ক্ষুদ" এ যে, ভকতি-শ্রদ্ধার
ফল্গুধারা বহে অনিবার।
না জানি অক্ষম আমি কি মন্ত্রে বোধন
দিবে দীক্ষা কোন্ মহাব্রতে,—
বুঝি নব চেতনার অপূর্ব্ব স্পন্দন
উথলিবে স্বরগে মরতে।

(৬)

হে বিশ্ব-পূজিতা দেবী জননী ভারতি,
আজন্মের উপাস্যা আমার,
কোটি সন্তানের আজি প্রাণের আরতি
কৃপা করে লহ একবার।
হোক সম্মিলন ভূমে প্রাণের প্রাণের
আত্মার আত্মার পরিচয়,—
পূজার মন্দিরে তব যুক্ত হৃদয়ের
পুষ্প-মাল্য চির-মধুময়!
অমর্ত্ত-রাগিনী মা গো, তোমারি বীণার
দিকে দিকে হয়ে মূর্ত্তিমান,
তোমারি বন্দনা-গীতে করুক্ সংসার
পবিত্র কৃতার্থ মহীয়ান—
নিয়ে এস দিব্য চক্ষু অয়ি লো কল্যাণি,
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প-লতা অয়ি,
তৃপ্ত হোক্ শান্ত হোক্ নিখিল পরাণী
সাফল্যের শুভ-বার্ত্তা বহি'।

তৎপর নিম্নলিখিত তিন জন মহিলা কবির তিনটী কবিতা পঠিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন চট্টগ্রামের মহিলা কবি।

শ্রীযুক্তা কুসুম কুমারী গুহ— "ঈশ্বর স্তোত্র"

পাঠক— শ্রীযুক্ত রঞ্জন লাল সেন।

শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দত্ত— "মাঙ্গলিক"

পাঠক— শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বিকাশ রায়।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতিকা দেবী— "একটি কল্পনা"

পাঠক— শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

অতঃপর পরদিন পূর্ব্বাহ্নে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হইবে নির্দ্দেশ করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি।

দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সভামণ্ডপে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু সভামণ্ডপে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির সভ্য ব্যতীত অন্যান্য অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্কের পর সময়াভাবে প্রস্তাব এবং প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিবার জন্য সব কমিটি গঠন করিয়া বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির কার্য্য স্থগিত করা হয়।

পুনরায় রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাপতির গৃহে বিষয় নির্ব্বাচন সব কমিটির অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার (সভাপতি)

" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত। (পরিষদের সহঃ সম্পাদক)

" হরিশচন্দ্র দত্ত। (অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক)

" বরিদ বরণ মুখোপাধ্যায়।

" পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

" বিপিনচন্দ্র গুহ।

শ্রীযুক্ত বিজয় লাল দত্ত।

" বিহারী লাল সরকার।

বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি সাধারণ বিভাগে পাঠের জন্য ২৩টী প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞান বিভাগের পাঠের জন্য ১৪টী প্রবন্ধ মনোনীত করিয়াছিলেন।

৮টী প্রস্তাব সভাতে উত্থাপনের জন্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল প্রবন্ধ এবং প্রস্তাব যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলন।

দ্বিতীয় দিন।

রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৭।। হইতে ১১ ঘটিকা।

বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন।

১। ঐকতান বাদন।

২। সঙ্গীত।

ভৈরবী।

জয় জয় মানস কুঞ্জবাসিনী।
শুভ্র বরণছটা কোবিদ জননী॥
আদি গীতিময়ী সাম নিনাদিনী।
বিশ্ব স্তব্ধ শুনি উদাত্ত রাগিণী॥
বাল্মীকি ভারবি কবি কালিদাস,
গৌতম শঙ্কর ঋষি বেদব্যাস,
বন্দিত রঞ্জিত চারু পদান্বিত
ভারতী ভারত প্রকাশিনী॥
বর্ণ ছন্দোময়ী বিশ্ব নিঃশ্বসিত!
কলুষহারিণী জগত বন্দিতে!
এস এস হৃদে এস কল্পলতে!
আনন্দ-নন্দন বিহারিণী॥

ধন্য ধন্য মাগো পুণ্য মূর্ত্তিধরা
অমিয় উৎসধারে স্নিগ্ধ বসুন্ধরা,
গহন অন্ধকারে জ্যোতি শুভ্রতরা
উজ্জ্বল আলোকে মানস খনি॥

সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এসসি, পিএইচ, ডি, আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বিজ্ঞান বিভাগের অন্যতম সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ হওয়ার পর চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ গিক সভাতে উপস্থিত হইলেন। যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তিনিও সভার শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সম্মিলনের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কমিশনার সাহেব সভাতে উপস্থিত থাকিবেন পূর্ব্বেই খবর দিয়াছিলেন সুতরাং সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ ইংরেজিতে টাইপ করিয়া আনা হইয়াছিল এবং তাহা কমিশনার সাহেবের হাতে দিয়া সভাপতি বলিলেন যে এই সভার কার্য্য বাঙ্গালা ভাষাতেই সম্পন্ন করা নিয়ম, সুতরাং তজ্জন্য যেন তিনি কিছু মনে না করেন। কমিশনার সাহেব তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন বাঙ্গালাতে কার্য্য সম্পন্ন হইলেও তিনি বুঝিতে পারিবেন।

সরল এবং সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সভাপতির অভিভাষণ সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করা বাঞ্ছনীয় একথা তিনি সুযুক্তি সহকারে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদোধিক তাঁহার রচিত প্রবন্ধ দ্বারাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য ব্যতীত বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানের কথা সুন্দর ভাবে লিখা

যাইতে পারে। তাঁহার প্রবন্ধে একটী কথাও বিদেশীয় ভাষায় লিখিত হয় নাই।

৪। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে "বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশ" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিভূষণ ভাদুরী মহাশয়ের প্রস্তাব কিয়ৎক্ষণ আলোচনার পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে * লইয়া এক শাখা সমিতি গঠিত হয়।

প্রস্তাব।

একখানি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্র বাহির হওয়া আমাদের মতে দরকার মনে হয়। ইহাতে যে কেবল নীরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থাকবে তাহা হইলে চলিবে না। ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক লোকদের যাহাতে সুবিধা হয় ঐরূপ প্রবন্ধ থাকিবে; বিশেষ বিশেষ জিনিষ তৈয়ারী করিতে কি কি উপাদান এবং কতখানি লাগে এরূপ Formula ও থাকিবে। এবং বিজ্ঞানও এই ভাবে লিখিতে হইবে যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে, যেমন Tyndal's Lectures. পরিষৎ পত্রিকা কেবল মৌলিক বিষয়ের জন্য কিন্তু আমরা মৌলিকই যে চাহি তাহা নহে, মৌলিক বিষয় যাহা পাই ভালই এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির সম্যক্ চর্চ্চা চাই। Applied Chemistry ও Chemical recipe এরই বিশেষ দরকার।

একটি Committee এই বিষয় বিচার করিবার জন্য গঠন করিতে আমি প্রস্তাব করি, কি রকম fund দরকার, স্বাধীনভাবে চালান উচিত কিনা এবং কি ভাবে চালান উচিত ইহাই ঐ Committeeর বিচার্য্য হইবে।

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় (সভাপতি)
„ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
„ প্রিয়দা রঞ্জন রায়।
„ হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু।
" বৈদ্যনাথ সাহা।
" গোপালচন্দ্র সেন।
" প্রবোধচন্দ্র দে।
" ক্ষিতিভূষণ ভাদুরী।
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (সম্পাদক)

৫। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল—

(১) চট্টগ্রাম পাহাড়ে সাধারণ অগ্নিশিখা—
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দে
সম্পাদক— জিয়লজিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট।

(২) উপবাস ও ক্লান্তি — শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(৩) গঙ্গোত্রী পথে — শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত।

(৪) সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত কৃষির সম্বন্ধ
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে

(৫) গন্ধ তৈল পরীক্ষা প্রণালী — শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৬) রাষ্ট্র বিজ্ঞান (বক্তৃতা) — শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

(৭) সরিপপুরের লৌহমল — শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত।

(৮) পুত্র ও কন্যা — শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(৯) কাল মেঘ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা
শ্রীযুক্ত ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী।

(১০) জব্বলপুরের কর্দ্দম — শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নিয়োগী।

(১১) উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধন প্রণালী (বক্তৃতা)
শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত।

(১২) চিনির স্ফুটন হইতে সুরার উৎপত্তি সম্বন্ধে
প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান
প্রথম খণ্ড— মৃত সঞ্জীবনী সুধা
দ্বিতীয় খণ্ড— কাংস্য পাত্রে নারিকেল জল
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত।
পাঠক— " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১৩) জ্যোতিষের একটি রহস্য „ বিনোদবিহারী রায়।
(১৪) কীটাণু ও জীবাণু ডাক্তার „ ইন্দুমাধব মল্লিক।

শেষের দুইটি প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

চট্টগ্রামের জমিদার ও সওদাগর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র লাল চৌধুরী আগামী বর্ষে যিনি সীতাকুণ্ডের অগ্নিশিখা এবং তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিবেন তাঁহাকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তাহা সভাতে প্রকাশ করিলেন।

৬। অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আগামী বৎসর কে কোন্ বিভাগের কার্য্যভার লইয়াছেন তাহা জানাইলেন।

(১) ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ—Hydrogen of Bengal.
(২) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—Influence of Heredity.
(৩) „ জগদিন্দু রায়—Optical Researches.
(৪) „ ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—Plants of Bengal.
(৫) „ রমাপ্রসাদ চন্দ—Ethnology of Bengal.
(৬) „ সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত—Wireless Telegraphy.
(৭) „ রাজশেখর বসু—Motor Engines.
(৮) „ ক্ষিতিভূষণ ভাদুড়ী—Analysis of Indian Drugs.
(৯) „ ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক—Vaccine.
(১০) „ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত ও মন্মথনাথ নিয়োগী—Building Materials of Bengal.
(১১) „ মণীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়—Iron Industry.
(১২) „ দ্বিজদাস দত্ত—Agriculture.
(১৩) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ভারতীয় গন্ধদ্রব্য।
(১৪) „ শশধর রায়—বাঙ্গালী জাতির বংশবৃদ্ধি ও বংশধরের গতি নির্ণয়।

৭। অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাবে, মুন্সী রোসন আলী চৌধুরীর অনুমোদনে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় আগামী বর্ষে বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হইবেন।

৮। অতঃপর অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সভাপতি প্রত্যুত্তরে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং বিশেষ ভাবে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ গিক মহোদয়কে চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহার সহানুভূতি এবং সহায়তার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত কমিশনার সাহেবও সংক্ষেপে ইহার উত্তর প্রদান করিলেন। সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান সম্বন্ধে সার্কুলার সর্ব্ব সমক্ষে পঠিত হইল।

চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলন।

দ্বিতীয় দিন।

রবিবার অপরাহ্ন ১।। ঘটিকা।

১। আর্য্য সঙ্গীত সমিতির ঐকতান বাদ্য— শেষ হইলে নিম্নলিখিত সঙ্গীত গীত হয়।

কেদারা—একতালা।

মা! মা! মা! কতকাল পরে ডাকিলাম তোরে
পরাণ ভরে।
শৈল কিরিটিনী সাগর-কুন্তলা সরিৎমালিনী
দেখিলাম তোরে।

বসি সিন্ধুকূলে বিন্ধ্যাচল শিরে
যমুনার কূলে জাহ্নবীর তীরে
ভাবিয়াছি তোরে ভাসি অশ্রুনীরে
ডাকিয়াছি ওমা! দেশ দেশান্তরে।
জীবন প্রথমে যেই রক্তে শ্যামা
পূজিলাম পদ সেই রক্তে ওমা,
জীবন সন্ধ্যায় কেমনে বলনা
পাব মা পার্ব্বতী! হৃদয় নির্ঝরে।
হৃদে নাহি রক্ত আছে নেত্রজল
প্রেমে উচ্ছ্বসিত পবিত্র শীতল
আশা বরষিয়া পদে অবিরল
ঘুমাইব বুকে চিরদিন তরে।

২। তৎপর সভাপতি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠ করিলেন।

To

President, Literary Conference, Chittagong.

Sorry cannot come, wife ill. Offer for Rani Kusum Kumari, Bolihar, Rajshahi, Rupees 100 starting funds to help needy authors.

SASADHAR ROY.

৩। ইহার পর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়।

১। হিন্দু রমণীর শিক্ষা— শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত।

২। পল্লী সেবক „ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

৩। কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন „ নগেন্দ্রনাথ বসু।

৪। সংকীর্ত্তন „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৫। মালদহের পল্লী কথা „ হরিদাস পালিত ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

৬। সাহিত্য বিজ্ঞানের সহিত কৃষির সম্বন্ধ „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৮। শিক্ষার আদর্শ „ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

৯। বৌদ্ধ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় „ গুণালঙ্কার ভিক্ষু।

১০। চট্টগ্রামের কয়েকটী প্রাচীন কথা „ ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী।

১১। বঙ্গ সাহিত্যে চট্টগ্রাম „ আবদুল করিম।

১২। চট্টগ্রামের ভাষা বনাম রাঢ়ীয় ভাষা „ সতীশচন্দ্র ঘোষ।

১৩। চট্টলের মহিমা „ রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ

সময়াভাবে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

১৪। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্ম (অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত মতিমারঞ্জন বড়ুয়া।

১৫। হিন্দু রমণীর শিক্ষা শ্রীমতী কুসুম কুমারী গুপ্তা।

১৬। আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর বিজ্ঞান ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দাস L. M. S.

১৭। হোলিকা বা হোলি উৎসবের প্রকৃত তত্ত্ব
শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১৮। বঙ্গ ভাষায় সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
„ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

১৯। বঙ্গ সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য দেব „ বামাচরণ বসু।

২০। চণ্ডীদাস স্মৃতির প্রস্তাব শ্রীযুক্ত

২১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস „ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

২২। ঋগ্বেদের পরিচয় „ ভব বিভূতি ভট্টাচার্য্য।

২৩। কালিদাসের কাল „ হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

৪। অতঃপর ক্রমান্বয়ে ৮টী প্রস্তাব যথারীতি উপস্থাপিত আলোচিত এবং গৃহীত হইল। এই সকল প্রস্তাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম প্রস্তাব।

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল মহোদয় গ্রন্থ প্রকাশ কল্পে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক ১২০০৲ টাকার বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া এবং প্রতিবর্ষে ২০০ খণ্ড সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-জীবিগণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই অনুকম্পাপূর্ণ অর্থসাহায্যের জন্য বঙ্গবাসিগণের প্রতিনিধি স্বরূপ এই সাহিত্য-সম্মিলন শ্রদ্ধাস্পদ লর্ড কারমাইকেল তথা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে শ্রদ্ধার সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

সভাপতি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যকে মোহম্মদীয় ভাবাপন্ন করিবার যে কথা তুলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাননীয় সভাপতি মহাশয় বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টের নিকট যে মন্তব্য প্রেরণ

করিয়াছেন, এই সম্মিলন সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার পোষকতা করিতেছেন এবং এ বিষয়ে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবিগণের মনে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, তাহা সত্বরে নিরস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন।
সমর্থক— „ মুন্সী রওসান আলী চৌধুরী।
অনুমোদক— „ মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
এবং „ বিপিনচন্দ্র পাল।
সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ছাব্বিশবর্ষব্যাপী অদম্য চেষ্টা, অসীম পরিশ্রম ও অশেষ যত্নে দ্বাবিংশ খণ্ডে সুবৃহৎ বাঙ্গালা অভিধান "বিশ্বকোষ" পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বকোষ বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন এবং বঙ্গবাসিগণকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এই অসাধারণ এবং অভাবনীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন নগেন্দ্রবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত যামিনী কান্ত সেন।
সমর্থক— শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।
অনুমোদক— নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন প্রত্যেক গ্রন্থকার ও গ্রন্থ প্রকাশককে স্বপ্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থের এক এক খণ্ড সাহিত্য পরিষদের পুস্তকালয়ে উপহার দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।
সমর্থক— „ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
অনুমোদক— „ দেবকুমার রায় চৌধুরী।
সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব।

যাহাতে প্রতি বৎসর কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইতে পারে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালনসমিতিকে এই সম্মিলন বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।
সমর্থক— „ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
অনুমোদক— ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বসু।
আলোচিত ও গৃহীত হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

সময়ে সময়ে উপযুক্ত সাহিত্যসেবিদিগকে বৃত্তি দিবার জন্য একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। ৪র্থ বর্ষে ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া এই ভাণ্ডারে ১০০০ টাকা এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ২৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহা এই ভাণ্ডারের জন্য চাওয়া হউক। শ্রীমতী রাণী কুসুমকুমারী মহোদয়ার প্রতিশ্রুত ১০০৲ টাকাও এই ভাণ্ডারে লওয়া হউক।

প্রস্তাবক— মৌলবী রওসান আলী চৌধুরী।
সমর্থক— শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত।
অনুমোদক— „ শশাঙ্কমোহন সেন।
„ দৌলত আহাম্মদ।

শ্রীযুক্তা রাণী কুসুমকুমারী ১০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যে খবর দিয়াছেন তাহা ইতি পূর্ব্বে সভাপতি পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত দৌলত আহাম্মদ উক্ত ভাণ্ডারের সাহার্য্যার্থে ১৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সপ্তম প্রস্তাব।

যাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি লিখিত হয় এবং সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎকে, ও সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায়।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অষ্টম প্রস্তাব।

বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে সহিত্য-সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও যথাযথ আলোচিত এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাব অনুসারে অনুবাদ প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের শক্তি বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সাধনোদ্দেশ্যে "সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাণ্ডার" নামে একটী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক। বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতেই তত্রত্য যোগ্য কৃতি ব্যক্তিগণের সাহায্য লইয়া অনুষ্ঠান আরব্ধ হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

অনুমোদক ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমর্থক— ,, শশাঙ্কমোহন সেন।

,, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

,, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

এই ভাণ্ডারের সাহার্য্যার্থে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় ৫০০৲ টাকা, এবং শ্রীযুক্ত মৌলবী দৌলত আহাম্মদ ১৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

সাহিত্য সংরক্ষণ ভাণ্ডার স্থাপন ও তাহার উন্নতি বিধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সভ্য মনোনীত করা হইল।

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।
„ ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
„ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।
„ সারদাচরণ মিত্র।
মাননীয় „ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
„ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
„ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
„ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী।
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
„ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
„ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
„ প্রকাশচন্দ্র সিংহ।
„ বিপিন বিহারী ঘোষ।
„ বনমালী বেদান্ততীর্থ।
„ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।
„ বিনয়কুমার সরকার।
„ নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
„ মৌলবী এ রসুল।
„ রওশন আলী চৌধুরী।
„ রমাপ্রসাদ চন্দ।
„ যামিনীকান্ত সেন।
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত।
,, অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার।
,, শশধর রায়।
,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন। } সম্পাদকগণ
,, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

৫। অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সহিত সাহিত্য সম্মিলনের কি সম্বন্ধ তাহা প্রদর্শন করিয়া সংক্ষেপে বক্তৃতা করিলেন এবং আগামী বর্ষের সম্মিলনসাধারণসমিতি গঠন করিবার জন্য নিম্নলিখিত নাম প্রস্তাব করিলেন। ইঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে ১০জনকে নির্ব্বাচন করিয়া সম্মিলনপরিচালনসমিতি গঠন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক সভাতে প্রেরণ করিবেন।

সাধারণসম্মিলন সমিতির সভ্যগণ।

কলিকাতা শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
,, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু।
,, সারদাচরণ মিত্র।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
,, কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ।
,, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।
,, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন।
,, শিবনাথ শাস্ত্রী।
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
হাওড়া ,, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৪পরগণা ,, মৌলবী সহীদুল্লাহ এম্ এ।

হুগলী	শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
বৰ্দ্ধমান	„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।
	„ জ্যোতিঃ প্রসাদ সিংহ।
বীরভূম	„ কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন।
মেদিনীপুর	„ মনীষিনাথ বসু।
বাকুড়া	„ রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মুরশিদাবাদ	„ মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
	„ যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র।
যশোহর	„ যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর।
বাকীপুর	„ যোগীন্দ্রনাথ সমদ্দার।
নদীয়া	„ মহারাজ ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর
কুচবিহার	„ মৌলবী আবদুল হালিম।
মালদহ	„ হরিদাস পালিত।
বগুড়া	„ মৌলবী আবদুল হামিদ আলী।
পাবনা	„ রণজিৎ চন্দ্র লাহিড়ী
দিনাজপুর	„ মহারাজ গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর
	„ যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
রঙ্গপুর	„ সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী।
	„ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন।
	„ অতুল চন্দ্র গুপ্ত।
রাজাসাহী	„ অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।
	„ কুমার শরৎ কুমার রায়।
	„ শশধর রায়।
বরিশাল	„ দেব কুমার রায় চৌধুরী।
	„ নিত্যশরণ দাস গুপ্ত।
	„ নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত।
ফরিদপুর	„ মৌলবি রওশান আলী চৌধুরী।
ময়মনসিংহ	„ কেদার নাথ মজুমদার।

	মহারাজ	শ্রীযুক্ত	কুমুদ চন্দ্র সিংহ
ঢাকা		„	অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার।
		„	অনুকূল চন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী।
		„	কামিনী কুমার বসু।
		„	নৃপেন্দ্র নাথ দত্ত।
		„	নলিনী কান্ত ভট্টশালী।
নোয়াখালি		„	রাধা কান্ত আইচ।
ত্রিপুরা		„	কর্ণেল মহিম চন্দ্র ঠাকুর।
চট্টগ্রাম	মাননীয়	„	প্রসন্ন কুমার রায়।
		„	মুন্শী আবদুল করিম।
		„	শশাঙ্ক মোহন সেন।
		„	নবীন চন্দ্র দাস কবিগুণাকর
		„	বিপিন চন্দ্র গুহ।
		„	গুণালঙ্কার মহাস্থবীর।
		„	যামিনী কান্ত সেন।
		„	বিশ্বেশ্বর দাস।
গোয়ালপাড়া	রাজা	„	প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর
শ্রীহট্ট		„	অম্বিকাচরণ দেব।
		„	সতীশচন্দ্র দেব।
		„	রজনীরঞ্জন দেব।
		„	পরেশলাল সোম।
কাছাড়		„	ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য।
ভাগলপুর		„	মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
কটক		„	যোগেশচন্দ্র রায়।
কাশী		„	ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
বাঁকীপুর		„	যদুনাথ সরকার।
ত্রিপুরা		„	দ্বিজদাস দত্ত।
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম		„	ভুবনমোহন রায়।

কলিকাতা	শ্রীযুক্ত মৌলবী এক্রাম খান।
	„ মনিরুজ্জমা।
	„ সেখ আবদুল রহিম।
	„ মোহম্মদ মোজ্জম্মল হক।
রঙ্গপুর	„ সেখ রেয়াজদ্দিন আহাম্মদ।
	„ মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহাম্মদ।
ফরিদপুর	„ দেবী প্রসন্ন রায়।
দিনাজপুর	„ মৌলবী একিমুদ্দিন আহাম্মদ।
২৪ পরগণা	„ ডাঃ আবদুল গফুর।
চট্টগ্রাম	„ রঞ্জন লাল সেন।
	„ রেবতী রমন বড়ুয়া।
গৌহাটী	„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
ঢাকা	„ মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন

৬। অতঃপর সভাপতি কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সাধারণ সংকল্প প্রস্তাবিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। সাধারণ-সঙ্কল্প ;—

(ক) বাঙ্গালার মানব-তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে আপাততঃ চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি ও ব্যবসায়ভুক্ত জনগণের বংশহানি ও বংশবৃদ্ধির গতি এবং পুরুষানুক্রমে ব্যক্তিগত চরিত্রের বিকাশ পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত চট্টগ্রাম শাখা পরিষৎকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(খ) বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে চট্টগ্রাম হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য ভারগ্রহণে চট্টগ্রাম শাখা পরিষৎকে অনুরোধ করা হইতেছে, এবং সংগৃহীত তথ্য আগামী বৎসরের সম্মিলনে উপস্থিত করিবার জন্য ও অনুরোধ করা হইতেছে।

(গ) বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য চট্টগ্রাম জেলার প্রচলিত প্রাদেশিক বাঙ্গালা ও চট্টগ্রামের ভাষার সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের

ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি-যোগ রূপভেদ সঙ্কলনের ভারগ্রহণে চট্টগ্রাম শাখা পরিষৎকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(ঘ) চট্টগ্রাম প্রদেশ হইতে প্রত্ন-তত্ত্ব ও প্রাচীন শিল্পাদি-বিষয়ক উপকরণ সংগ্রহ এবং প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিবার জন্য চট্টগ্রাম শাখা পরিষৎকে অনুরোধ করা হইতেছে।

রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সুমধুর এবং সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণকে, প্রতিনিধিবর্গকে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে তাঁহাদের সেবা যত্নের জন্য, তাঁহাদের আদর আপ্যায়নের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার ওজস্বিনী ভাষাতে উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর তাহার অনুমোদন করিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত এবং রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর সভাপতিকে এবং প্রতিনিধিবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সভাপতি এই বৃদ্ধ বয়সে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এত দূর দেশে আসিয়াছেন এবং এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন যে সকলেই তাহাতে আনন্দিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। যে সকল প্রতিনিধি এবং দর্শকবৃন্দ আসিয়া সম্মিলনের সহায়তা করিয়াছেন, যাঁহাদের আগমন ব্যতীত সম্মিলনের সফলতার কোন সম্ভাবনা ছিল না তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

তৎপর সভাপতি সুমধুর ভাষায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার প্রত্যুত্তর দান করিলেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণকে এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে তাঁহাদের সেবা, যত্ন এবং সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

পরিশিষ্ট (ক)

সম্মিলন পরিচালন সমিতির সম্পাদকের পত্র।

(২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নিবেদন।

মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে যখন কাশিম বাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হয়, তখন উপস্থিত সাহিত্য-সেবিগণের অনুরোধ ও অনুমতিক্রমে এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। আমার বিশেষ আনন্দ এই যে, মুখ্যতঃ সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই এই কয় বৎসর এই সাহিত্য সম্মিলন ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছেন এবং আমিও সেই উদ্দেশ্য অনুসারে এই সম্মিলনের গঠন ও পরিচালন কার্য্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তি যথাসাধ্য অর্পণ করিয়া আসিয়াছি। আজি শারীরিক অবসাদ আমাকে সাহিত্য সম্মিলনে যোগ দিতে দিল না এবং চট্টগ্রামে সমবেত বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণের সঙ্গলাভে অসমর্থ করিল। ঘটনা ক্রমে বঙ্গ সাহিত্যের অনুরক্ত ভক্ত এবং সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণ স্বরূপ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ও অদ্যকার সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং সম্মিলনের গঠন ও পরিচালনা কার্য্যে যিনি আমার প্রধান সহায় ছিলেন সেই ব্যোমকেশ মুস্তফীও আজ আমারই মত ভগ্ন দেহ লইয়া আপনাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। জগন্মাতার ছিন্নাঙ্গ সম্পর্কে যে চট্টগ্রাম প্রদেশ সমস্ত ভারতবাসীর মহাপীঠ, দেবদেব চন্দ্রশেখরের অপ্রসাদ ব্যতীত সেই তীর্থের রজঃ শিরে ধরিবার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হওয়ার আর কি হেতু থাকিতে পারে? বিধাতৃ-বিধানের উপর পরিতাপে কাহারও অধিকার নাই; দৈব অপ্রসাদকে মহাপ্রসাদরূপে শিরোধার্য্য করিয়াই আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মানব সান্ত্বনা লাভে বাধ্য আছে। কিন্তু কতিপয় কারণে আমার ক্ষোভের মাত্রা এত অধিক হইয়াছে যে তাহা ব্যক্তিগত হইলেও আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। ভারতের মহাকবি বলিয়াছেন :—

"যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে" মহৎ লোকের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ, বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাঁহারা আমার গুরু স্থানীয় এবং যাঁহারা আমার সহায় ও সহকারী মিত্র স্থানীয়, সেই মহাশয়গণের পদার্পণে চট্টগ্রাম এই কয় দিনের জন্য তীর্থে পরিণত হইয়াছে। যে সকল কবি মণীষী পূর্ব্বে বা অধুনিক কালে চট্টগ্রাম অলঙ্কৃত করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের নাম উচ্চারণ আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু একটী নাম উচ্চারণের স্পৃহা আমি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। স্বর্গগত নবীনচন্দ্র সেনের সম্পর্ক লাভে চট্টগ্রাম বাঙ্গলার সাহিত্য ভক্তদিগের সকলের পক্ষেই তীর্থস্বরূপ হইয়াছে। আজিকার এই শুভযোগ উপলক্ষে যাঁহারা চট্টগ্রামে তীর্থযাত্রী, তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভে বঞ্চিত হইয়া আমি ক্ষুব্ধ ও পরিতপ্ত। আমার ক্ষোভের আর একটা প্রবল হেতু আছে। গত বৎসর হুগলী নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে যিনি হুগলীর পক্ষ হইতে বঙ্গের সাহিত্য-সেবকগণকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তিনিই আজ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামের এই ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি আমাকে তাঁহার সাহিত্যশিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া সভাস্থলে প্রকাশ্যভাবে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে আছে কিনা জানিনা, কিন্তু এই স্থলে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন ইতিহাস তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আটাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারই প্রকাশিত নবজীবন পত্রিকায় বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি হইয়াছিল, আমার তখন পঠদ্দশা। ছাপার হরপে নিজের রচনা প্রকাশিত দেখিবার প্রবল চাপল্য আমি দমন করিতে পারি নাই; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হস্ত মাসে মাসে যে পত্রিকার জন্য অলঙ্কার রচনা করিত, সেই পত্রিকায় নিজের মসী অঙ্কিত নাম জাহির করিতে চপল বালক যার-পর-নাই শঙ্কা বোধ করিয়াছিল। নবজীবনে আমার প্রথম রচনা ও পরবর্ত্তী আরও কয়টী রচনা আমি বেনামিতে

পাঠাইয়াছিলাম। আমার প্রথম রচনা নবজীবনে বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকাশের পর দেখিতে পাইলাম যে নবজীবনের সম্পাদক প্রবন্ধটিকে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া ছাঁটিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া উহার স্ফীত কলেবর শীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মনে বুঝিলাম যে সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে আমার পৃষ্ঠদেশ নিশ্চিতই আমার সাহিত্য গুরুর নিকট বেত্রাঘাতের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহাই হউক সেই হাতেখড়ির দিনে গুরু মহাশয় কর্ত্তৃক পরোক্ষ-প্রেরিত বেত্রাঘাত আমার পরবর্ত্তী সাহিত্যিক জীবনে সংযম-সাধনায় সাহায্য করিয়াছে। সে দিনের সেই সংযম শিক্ষা না ঘটিলে আমার পরবর্ত্তী সাহিত্যিক জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিত, ইহা আমি প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়া থাকি। বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে তাঁহাকে উপস্থিত না দেখিয়া আমার হৃদয়ের বেদনা মৎপঠিত প্রবন্ধ মধ্যে ব্যক্ত করিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। আজি তিনি চট্টগ্রাম সম্মিলনে বঙ্গ সাহিত্যের গুরুর আসনে সমাসীন হইয়া এক হস্তে বেত্র সঞ্চালন ও অন্য হস্তে অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। আমি চিরানুগত শিষ্যরূপে তাঁহার অনুগমনের অবকাশ পাইলাম না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ধ্বজাবাহক কিঙ্কররূপে আমি এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ধুর বহন কার্য্য আমার অপেক্ষা সহস্রশঃ যোগ্যতর ব্যক্তির বৃষস্কন্ধে আরোপণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি। বঙ্গ সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু সেই রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া পরিষদের প্রীতি সম্ভাষণ বিজ্ঞাপন করিবেন, এবং সাহিত্য সম্মিলনের সহিত পরিষদের প্রীতি সম্পর্ক যাহাতে চিরস্থায়ী ও অক্ষুণ্ণ হয় তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ আশ্বাস ও সাহস পাইয়াছি। আমি সম্মিলনের পরিচর্য্যা কর্ম্মে অংশভাগী হইতে পারিলাম না, তজ্জন্য বিনীত ভাবে আপনাদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। এই ভিক্ষার সহিতই আমি সাহিত্য-সম্মিলনের নিকট এ বৎসরের জন্য—অথবা ভবিতব্য বিধানে হয়ত চিরদিনের জন্য— বিদায় লইতেছি।

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

পরিশিষ্ট (খ)

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের আয় ব্যয়।

আয়।

১। জন সাধারণ হইতে প্রাপ্ত দান ৫৪৮৸৶০

২। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের দান ... ... ১১৭০৲

৩। টিকেট বিক্রয় ... ৩৯২৲

৪। স্বেচ্ছা সেবকের ফিস ১৩৵১০

৫। উদ্বৃত্ত জিনিষাদি বিক্রয় লব্ধ ৯৪৸০

মোট আয় ... ২২১৮৸/১০

ব্যয়।

১। বাসস্থান ও আহারাদির ব্যয় ১১৫৬৷৶১৫

২। সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ ১৩৯৵০

৩। মুদ্রন ব্যয় ... ৭৯৸০

৪। গাড়ী ভাড়া ... ৭৯৷৵০

৫। প্রদর্শনীর ব্যয় ... ৫৬৸৵১৫

৬। ডাক খরচ ... ৬৭৷৵১০

৭। কাগজ কলম ইত্যাদি ৪৫৷৶১৫

৮। বিবিধ ৫২৷৶১৫

৯। বিছানার জন্য তক্তপোষ ক্রয় ৬৮৷৹

মোট ব্যয় ১৭৪৫৸১০

আয় ২২১৮৸/১০

ব্যয় ১৭৪৫৸১০

মহালক্ষ্মী বেঙ্কে জমা ৪৭৩/০

১৯১৩ ইং ৭ই এপ্রিল অভ্যর্থনা সমিতিতে গৃহীত আয় ব্যয়ের হিসাব হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত।

সম্পাদক।

পরিশিষ্ট (গ)

চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে বিদেশাগত প্রতিনিধিবর্গের নাম।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি।

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার বি, এল।
২। „ প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এসসি, কলিকাতা
৩। „ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, বি এল „
৪। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল „
৫। „ বিপিনচন্দ্র পাল „
৬। „ ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ „
৭। „ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম এ „
৮। „ বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায় এম বি „
৯। „ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় „
১০। „ বিজয়লাল দত্ত „
১১। „ রাজকমল মুখোপাধ্যায় বহরমপুর
১২। „ সুশীলচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা
১৩। „ কালীচরণ মিত্র „
১৪। „ অজয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া
১৫। „ নলিনীকুমার পণ্ডিত কলিকাতা
১৬। „ বারিদ বরণ দত্ত „
১৭। „ প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় „
১৮। „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ „
১৯। „ রামচরণ মুখোপাধ্যায় „
২০। „ প্রবোধচন্দ্র দে „
২১। „ যতীন্দ্রমোহন রায় „
২২। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় „
২৩। „ রাসবিহারী দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি।
২৪। „ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫।	শ্রীযুক্ত	শ্যামাপদ গাঙ্গুলী	
২৬।	"	সুরেশচন্দ্র দত্ত	
২৭।	"	শরতলাল বিশ্বাস	
২৮।	"	ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র	
২৯।	"	হরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী	
৩০।	"	ব্রজেন্দ্রশরণ সান্যাল	
৩১।	"	অহিনচন্দ্র মিত্র	
৩২।	"	মন্মথনাথ নিয়োগী	
৩৩।	"	রাজেন্দ্রনাথ দে	
৩৪।	"	বলরাম সেন	
৩৫।	"	রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
৩৬।	"	শ্রীশচন্দ্র বসু	
৩৭।	"	উপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
৩৮।	"	ভূতনাথ বন্দোপাধ্যায়	
৩৯।	"	বাণীনাথ নন্দী	
৪০।	"	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
৪১।	"	বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	
৪২।	"	সতীন্দ্রমোহন বাগচী	
৪৩।	"	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	কলিকাতা
৪৪।	"	নরেন্দ্রকিশোর মুখোপাধ্যায়	"
৪৫।	"	ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	"
৪৬।	"	মহেশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী	"
৪৭।	"	কালীকৃষ্ণ ঘোষ	"
৪৮।	"	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ	গৌহাটী
৪৯।	"	রাখালচন্দ্র রায়	বৰ্দ্ধমান
৫০।	"	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ	কলিকাতা
৫১।	"	নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ	"
৫২।	"	গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত	রংপুর

৫৩। শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ পণ্ডিত — কলিকাতা

৫৪। „ পান্নালাল মুখোপাধ্যায় — „

সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক বা প্রতিনিধি।

৫৫। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (নায়ক)

৫৬। „ বিহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসী)

৫৭। „ রওসন আলী চৌধুরী (কহিনুর)

৫৮। „ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী)

৫৯। „ অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ (প্রীতি)

৬০। „ সুধীরচন্দ্র সেন (বিশ্ববার্ত্তা)

৬১। „ নলিনীকান্ত দাসগুপ্ত বিদ্যাভূষণ (আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষী)

৬২। ” অনুকুলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী (তোষিণী)

৬৩। ” অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল, (প্রতিভা)

৬৪। ” শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (বঙ্গদর্শন)

ঢাকা শাখা পরিষদের প্রতিনিধি।

৬৫। ” রমেশচন্দ্র বসু

৬৬। ” উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ

৬৭। ” নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম, এ

ঢাকা, কলমা জ্ঞানবিকাশিনী লাইব্রেরীর প্রতিনিধি।

৬৮। শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত এম, এ

৬৯। ” দক্ষিণারঞ্জন দাসগুপ্ত

৭০। ” উমেশচন্দ্র সেন

৭১। ” রাজেন্দ্রনাথ সেন

৭২। ” নলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী

৭৩। ” হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

৭৪। ” মধুসূদন চক্রবর্ত্তী

ঢাকা আউটসাহি বৈদ্য সমিতির প্রতিনিধি।

৭৫। ” প্রফুল্লচন্দ্র সেন গুপ্ত

৭৬। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি বি এ
৭৭। " যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীহট্ট সাহিত্য সম্মিলনীর প্রতিনিধি।

৭৮। " রাজচন্দ্র চৌধুরী
৭৯। " গজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৮০। " বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৮১। " নরেন্দ্রচন্দ্র দেব
৮২। " হেমচন্দ্র সেন
৮৩। " অম্বিকাচরণ দে
৮৪। " পরেশলাল সোম
৮৫। " প্রদ্যুম্নকুমার দে চৌধুরী
৮৬। " উপেন্দ্রচন্দ্র পাল দে
৮৭। " যতীন্দ্রনাথ রায়
৮৮। " গিরীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরী
৮৯। " গগনচন্দ্র দত্ত
৯০। " মদনকিশোর দত্ত

শ্রীহট্ট মৌলবীবাজার Literary Club এর প্রতিনিধি।

৯১। শ্রীযুক্ত প্রশান্তজ্যোতি গুপ্ত
৯২। " রমনীকান্ত নাগ
৯৩। " দ্বিজেন্দ্রলাল দাস
৯৪। " হরিদাস সরকার
৯৫। " মনোরঞ্জন মিত্র
৯৬। " রুক্মিনিকান্ত সোম
৯৭। " নৃপেন্দ্রচন্দ্র সোম
৯৮। " মণীন্দ্রলাল গুপ্ত
৯৯। " নরেন্দ্রকুমার দেব (করিমগঞ্জ)

মন্নমনসিংহ শাখা পরিষদের প্রতিনিধি।

১০০। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কাব্যতীর্থ (বাজিৎপুর)
১০১। " মহেশচন্দ্র চাকলাদার
১০২। " কালীপ্রসন্ন ঘোষ
১০৩। " পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (মসূন্না)
১০৪। " যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বড়পাড়া)
১০৫। " দেবেন্দ্রচন্দ্র ধর রায় "

বরিশাল।

১০৬। " দেবকুমার রায় চৌধুরী
১০৭। " হেমন্তকুমার সেন
১০৮। " অনাথবন্ধু সেন
১০৯। " যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কুমিল্লা।

১১০। " নীরেন্দ্রমোহন সেন বি এল (চাঁদপুর)
১১১। " কৈলাসচন্দ্র সিংহ
১১২। " কমনীয়কুমার সিংহ
১১৩। " শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (আগরতলা)
১১৪। কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর "
১১৫। মৌলবী " দৌলত আহাম্মদ "
১১৬। " " রওসন আলী চৌধুরী (ফরিদপুর)
১১৭। " অহীনচন্দ্র সুর (নোয়াখালী)
১১৮। " হরেন্দ্রকুমার চৌধুরী (মাদারীপুর)
১১৯। " সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (মালদহ)
১২০। " অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার (রংপুর)
১২১। " রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা)
১২২। " প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "
১২৩। " নিবারণচন্দ্র ঘোষ "
১২৪। " গুণালঙ্কার ভিক্ষু "

পরিশিষ্ট (ঘ)

চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় (সভাপতি)
" যাত্রামোহন সেন বি এল
" নবীনচন্দ্র দাস এম এ, বি এল
রায় " নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর
৫। রায় " সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর
" মণীন্দ্রভূষণ দত্ত এম এ, বি এল
" তারকচন্দ্র চৌধুরী বি এল
" যামিনীকান্ত সেন বি এল
" মহেন্দ্রলাল দাস বি এল
১০। " চারুচন্দ্র সেন বি এল
" মহিমচন্দ্র গুহ বি এল
" সুরেন্দ্রলাল খাস্তগির বার-এট্-ল
" নগেন্দ্রলাল চৌধুরী (জমিদার)
" রামধন ধর ঐ
১৫। " রামগতি ধর ঐ
" রাজচন্দ্র ধর ঐ
" জগচ্চন্দ্র ধর ঐ
মাননীয় " উপেন্দ্রলাল রায় ঐ
" নীলকৃষ্ণ রায় ঐ
২০। " অমরকৃষ্ণ সাহা ঐ
" মহেশচন্দ্র সাহা ঐ
" যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ঐ
" যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ঐ
" নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ঐ
২৫। " ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত ঐ
" মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল ঐ

শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন দে
„ রামকুমার দে
„ জগচ্চন্দ্র রায় ও
গোবিন্দচন্দ্র রায় জমিদার ও মহাজন
৩০। „ নিশিচন্দ্র মজুমদার
„ দুর্গাকিঙ্কর দাস
„ রহমান আলী (জমিদার)
„ আনন্দমোহন সেন ঐ
„ চন্দ্রমোহন সেন ঐ
৩৫। „ জগবন্ধু কানুনগো
„ রাজচন্দ্র দত্ত
„ রমেশচন্দ্র সেন (উকিল)
„ দুর্গাকৃপা সেন „
„ মণীন্দ্রচন্দ্র সেন ঐ
৪০। „ সেবকচাঁদ চৌধুরী ঐ
„ জ্ঞানেন্দ্রলাল চৌধুরী ঐ
„ হরকিশোর চৌধুরী
„ দীনেশচন্দ্র রায়
„ বিপিনচন্দ্র গুহ
৪৫। „ হরিশ্চন্দ্র দত্ত
„ মহিমচন্দ্র দাস বি এল
„ নগেন্দ্রলাল দাস বি এল
„ সারদাচরণ পাল এম এ, বি এল
৫০। „ অপর্ণাচরণ ভট্ট
„ দীনবন্ধু ঘোষ
„ মহিমচন্দ্র দাসগুপ্ত
„ নরেন্দ্রনাথ সেন
„ রমেশচন্দ্র রক্ষিত

৫৫। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাসগুপ্ত এল এম এস
" জগবন্ধু চৌধুরী
" নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
" সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস
" নিশিচন্দ্র দত্ত
৬০। " নরেন্দ্রকুমার দাস বি এল
" আমান আলী
" এমদাদ আলী
" অন্নদাচরণ সিংহ
" চন্দ্রকুমার শাস্ত্রী
৬৫। " বিপিনচন্দ্র সেন
" বেণীমাধব সেন
" জগচ্চন্দ্র রক্ষিত
" কুমুদবন্ধু বসু
" রজনীরঞ্জন সেন বি এল
৭০। " গৌরচন্দ্র দেব
" জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত
" দুর্গামোহন গুহ বি এ
" উমেশচন্দ্র দত্ত
" দ্বারকানাথ সেন
৭৫। " বিপিনচন্দ্র দাস
ানেন্দ্রলাল থাস্তগির
" জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" গৌরচন্দ্র দাস
" বিনজ্‌রাজ জোরাবমল
৮০। " গোপীনাথ রায় চৌধুরী
" অন্নদাচরণ দত্ত এম এ, বি এল
" বেণীমোহন দাস এল এম এস

শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ রায়
,, নগেন্দ্রকুমার রায় বি এল
৮৫। ,, নিরঞ্জন রায় এম এ
অধ্যাপক ,, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম এ
,, ,, পূর্ণচন্দ্র কুণ্ড এম এ
,, ,, নরেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী এম এ
,, ,, মহিমারঞ্জন বড়ুয়া এম এ
৯০। ,, ,, ধর্ম্মবংশ ভিক্ষু
,, যাত্রামোহন বিশ্বাস
,, জগবন্ধু ওয়াদ্দাদার
,, কামিনীমোহন দেওয়ান
,, রাজেশ্বর গুপ্ত
,, রমেশ চন্দ্র চৌধুরী
,, জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বি, এল,
,, বীরেন্দ্রলাল দাসগুপ্ত (হিতবার্ত্তার সম্পাদক
,, কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী (জ্যোতিঃ সম্পাদক)
,, ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
১০০। ,, ঈশ্বরচন্দ্র দাস
,, সারদাচরণ চৌধুরী এম এ, বি এল।
,, রটন্তিলাল রায়
,, শরচ্চন্দ্র পাল
,, শরৎকুমার দাস
১০৫। ,, অন্নদাচরণ চৌধুরী বি এল
,, গঙ্গাদাস শীল
,, জ্যোতিশ চন্দ্র সেন
,, সুরেন্দ্রলাল দাস
,, পুলিনচন্দ্র দাস

১১০। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র নাগ

„ কুমুদবন্ধু দত্ত

„ রঞ্জনলাল সেন বি এ

„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

„ অতুলচন্দ্র দত্ত

১১৫। „ শশাঙ্কমোহন সেন বি এল

„ রসিকচন্দ্র হাজারী

„ কামিনীকুমার দাস বি এল

„ প্যারীমোহন সেন

„ যোগেন্দ্রলাল সেন

১২০। „ উত্তরাকুমার পাল

„ বিপিনচন্দ্র রক্ষিত

„ বিপিনবিহারী গুহ

„ সারদাপ্রসন্ন পাল এম এ, বি এল

„ অন্নদাচরণ সেন বি এল

১২৫। „ বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ

সমাপ্ত।